দৈনিক সংবাদ

02 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ক্রয়ের দরপত্রেও অনিয়ম

রাশেদ মেহেদী ॥ নিয়মবহির্ভূতভাবে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সারাদেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে বিতরণের জন্য কম্পিউটার ক্রয়ের দরপত্র আহ্বান ও বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সোমবার এ ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করে ক্ষতিগ্রস্ত একটি পক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অভিযোগ করেছে।

জানা গেছে, সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে 'ব্র্যান্ডেড' এবং 'ক্লোন' উভয় ধরনের কম্পিউটার ব্যবসায়ীরা অংশ নিতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে ১৩টি কোম্পানি দরপত্রে অংশ নেয়; কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দরপত্র আহ্বানের টেকনিক্যাল কমিটি শুধুমাত্র ৪টি কোম্পানির দরপত্র গ্রহণ করে এবং বাকি ৯টি কোম্পানির দরপত্র গ্রহণ করেনি। এর কারণ হিসেবে কমিটি জানায়, শুধুমাত্র ক্লোন কম্পিউটার ক্রয় করা হবে। এ জন্য ৪টি ক্লোন কোম্পানির দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।

গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দায়ের করা অভিযোগপত্র থেকে জানা গেছে, দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে 'ব্র্যান্ডেড' ও 'ক্লোন' দু'ধরনের কম্পিউটার ক্রয়ের কথা উল্লেখ করে শুধুমাত্র ক্লোন কম্পিউটারের দরপত্র গ্রহণ দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তির শর্তের গুরুতর লংঘন। তাছাড়া শুধুমাত্র ক্লোন কম্পিউটার **দরপত্রে ঃ** পৃঃ ২ কঃ ৪

দরপত্রে ঃ অনিয়ম

(১২ পৃষ্ঠার পর)

গ্রহণ করা হবে— এ বিষয়টি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকলে দরপত্রে অংশগ্রহণকারী কোম্পানির সংখ্যা অনেক বেশি হত এবং এর ফলে ক্রয়মূল্যও অনেক কম হত। কিন্তু বিজ্ঞপ্তিতে 'ব্রান্ডেড' এবং 'ক্লোন' দু'ধরনের কম্পিউটার ক্রয়ের উল্লেখ করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অনেক কোম্পানিকে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তার ওপর পরবর্তীতে কোন পূর্ববিজ্ঞপ্তি ছাড়া শুধুমাত্র 'ক্লোন' কম্পিউটার গ্রহণ করে 'ব্রান্ডেড' কোম্পানিগুলোকেও বঞ্চিত করা হয়েছে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র এ ব্যাপারে জানায়, মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের ক্রয় দরপত্রের ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল কমিটির সঙ্গে আগেই বড় কোম্পানিগুলোর চুক্তি থাকে। সে অনুযায়ী তাদের সুবিধা দেওয়ার জন্যই দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি, বাছাই প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি, চতুরতার আশ্রয় নেয়। এবারও একই ঘটনা ঘটেছে। যে চারটি কোম্পানির দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে, টেকনিক্যাল কমিটির সঙ্গে তাদের আগেভাগেই কোন চুক্তি হয়ে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয়ে এ ধরনের দুর্নীতি আগে থেকেই হয়ে আসছে, বর্তমানেও হচ্ছে।

সূত্র জানায়, আজই দরপত্রের কার্যাদেশ দেয়া হতে পারে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পদস্থ ব্যক্তি এক এই দরপত্র সংক্রান্ত একটি অভিযোগপত্র পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন।